জেরেমি বেন্থাম ঃ প্রাকৃতিক অধিকার হল "অর্থহীন ভাষা"

রাষ্ট্র প্রণীত আইনের প্রতি বেন্থামের অগাধ আস্থা ছিল এবং বরাবরই তিনি নৈতিক অধিকার হিসেবে প্রাকৃতিক অধিকারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, প্রাকৃতিক অধিকার নীতি একটি—"স্বেচ্ছাসেবী নীতি" ("The arbitrary principle")। তিনি প্রকৃতি ("Nature") কে ফরাসি বিপ্লবের হোতাদের "দেবী" ("goddess") বলে উপহাস করেছেন। আইন বা অধিকার কখনোই প্রকৃতি থেকে অনসৃত হতে পারে না বরং তা মনুষ্যসৃষ্ট। আমাদের কী করা উচিত তা কখনও প্রকৃতির নির্দেশে স্থির করা যাবে না। মানবসমাজের বহুধা এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রকৃতি কখনও আইনের স্রষ্টা হতে পারে না। বরং মানুষ আইন রচনা করে একটি এবং একমাত্র উপযোগিতার কথা মাথায় রেখে এবং তা হল মানবসমাজে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। বেন্থামের মতে, অধিকার হবে আইনসম্মত এবং আইনসৃষ্ট এবং সেটা হবে সুসংহত, বিচারসম্মত এবং উপযোগিতার আদর্শের উপর স্থাপিত।

বেন্থাম এমন এক সময়ে প্রাকৃতিক বিধি ও প্রাকৃতিক অধিকার ধারণার উপর আক্রমণ হানেন যখন পেইনের মতো প্রাকৃতিক ধারণার একান্ত সমর্থকেরা ইউরোপীয় নবজাগরণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই সকল ধারণার প্রচারে ও প্রসারে ব্যস্ত। বেন্থামের মতে, প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা অর্থহীন ধারণা। এই ধারণাকে অর্থহীন বলে নস্যাৎ করে দেওয়ার ব্যাপারটিকে অনেকে Vienna Circle-এর সদস্যগণের দ্বারা ধর্মবিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার বচনসমূহকে অর্থহীন বলার সমতুল্য বলে অভিহিত করেছেন। বেন্থামের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে অধিকারের অস্তিত্ব ছিল একথা বলা অর্থহীন। কারণ রাষ্ট্রীয় আইনের ভাষায় অধিকারের কথা যেভাবে যাচাইযোগ্য, সেভাবে প্রকৃতি থেকে

অনুসৃত অধিকার সম্পর্কীয় বচন যাচাইযোগ্য নয়। রাষ্ট্রীয় আইন-নিরপেক্ষভাবে "অধিকার" এবং "কর্তব্য" এই শব্দগুলির অর্থ নেই। সুতরাং এগুলি কাল্পনিক ধারণা। কিন্তু বিপরীতপক্ষে, "আইন" (law), "সার্বভৌমত্ব" (sovereign) এবং "নিয়ন্ত্রণ" (sanction) ইত্যাদি শব্দগুলি বোধগম্য এবং এগুলিকে সহজে শনাক্ত করা সম্ভব। সুতরাং "অধিকার" ও "কর্তব্য" এই শব্দগুলিকে কেবলমাত্র আইনি পরিকাঠামোতে শনাক্তকরণ সম্ভব।

এছাড়া, বেন্থামের মতে, ফরাসি সনদ বৈপরীত্যপূর্ণ বচনে পরিপূর্ণ। কারণ ফরাসি সনদের রচয়িতাগণ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষার পরিবর্তে আলঙ্কারিক পদ ব্যবহার করেছেন তাদের নষ্টামিকে ঢাকবার জন্য। কোনো শব্দের সংজ্ঞা দেবার সময় তা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করা উচিত। কারণ, মূলত শাব্দিক দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা করে। বেন্থামের মতে, শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমেই অধিকার সৃষ্টি করা যেতে পারে। যে অধিকার আইনের দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না তা যেন এমন এক পুত্র যার কখনও পিতা ছিল না ("a son that never had a father"), চতুষ্কোণ বৃত্ত ("a round square") ইত্যাদির মতো বৈপরীত্য-পূর্ণ। বেন্থামের বক্তব্য হল, আইনি পরিকাঠামো নিরপেক্ষ তথাকথিত অধিকারের কোনো সুনির্দিষ্ট চরিত্র নেই। এই কারণে এগুলির শনাক্তকরণ ও প্রয়োগের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠিও নেই। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় আইনের পরিকাঠামোর বাইরে অধিকার ভাবনা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং অধিকারের স্বপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ রাষ্ট্রীয় আইন-নিরপেক্ষভাবে দেওয়া সম্ভব নয়।

বেন্থাম ফরাসি সনদের কিছু মৌলিক বচনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলির বৈপরীত্যপূর্ণ ও হাস্যকর প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের সমাজ-জীবনের পরিস্থিতি বিবেচনা না করে অধিকারের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না। ফরাসি সনদে বলা হয়েছে—"সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন" ("All men are born free")—বেন্থামের মতে একথা নিতান্তই হাস্যকর ও অর্থহীন। কারণ, তাঁর মতে, মানুষ কখনোই জন্মগতভাবে স্বাধীন নয় বরং সে জন্মগতভাবে পরাধীন। তিনি বলেন যে, একটি মানবশিশু তার জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলিতে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে এবং পরবর্তীকালে সে সমাজের পরিসরে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং বেন্থামের প্রশ্ন ঃ মানুষ কখন স্বাধীন? অনুরূপভাবে ফরাসি সনদের দাবি— 'মানুষ অধিকারের ক্ষেত্রে সমান" ("Men are equal in respect of rights")—এই কথাটিও সত্য নয়। যদি এই দাবি সত্য হয়, তাহলে যে শিক্ষানবিস সে অধিকারের ক্ষেত্রে

তার শিক্ষকের সমান; শিক্ষকের যেমন তাকে আদেশ করা ও শাস্তি দেবার অধিকার আছে তেমনি শিক্ষানবিসেরও তার শিক্ষককে আদেশ করা এবং শাস্তি দেবার সমানাধিকার থাকবে। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য হবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা অভিভাবক ও তার রক্ষণাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও। এখানে মোট কথা হল এই যে, স্বাধীনতার অধিকার, সাম্যের অধিকার ইত্যাদি সাধারণ নীতি (general principles) হিসেবে ফরাসি সনদে বর্ণনা করা হয়েছে এগুলির প্রয়োগ মানুষের জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তা বিবেচনার পরিসরের মধ্যে না রেখে। বেন্থামের মতে, স্বাধীনতার অধিকার, সাম্যের অধিকার ইত্যাদি ফরাসি সনদে স্থান পেয়েছে নিতান্তই অমূর্ত নীতি (abstract principles) হিসেবে। এই নীতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে নির্দিষ্ট স্থান, কাল বা সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনার আওতায় রাখা হয়নি। বেন্থামের বিবেচনায় ফরাসি সনদের ধারাগুলি হল "হঠকারী সাধারণীকরণ" ("hasty generalisation") ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর মতে, ফরাসি সনদের প্রবক্তাগণ মানুষের সার্বিক মঙ্গল কয়েকটি অমূর্ত নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল মানুষের জীবন ও সমাজের পরিস্থিতি এই নীতিগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের বিবেচনায় স্থান পায়নি। তিনি মনে করেন যে, মানুষের অধিকার সম্পর্কিত নীতিসমূহ বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে এবং স্থায়ীভাবে স্থির করা সম্ভব নয়; সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের মধ্যেই অধিকার নীতিসমূহ প্রয়োগ করা উচিত বলে বেন্থাম মনে করেন।

বেন্থামের মতে, রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ কোনো অধিকার হতে পারে না; রাষ্ট্র থেকে মানুষের অধিকার জন্মলাভ করে আইনের রূপ ধরে। আইন ব্যতীত সমাজস্থ মানুষের জীবন হবে হবস্-বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থা, যা বিশৃঙ্খল ও যুদ্ধের পরিস্থিতি। তাছাড়া, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অধিকার ধারণার প্রয়োগ অনিষ্টকর হতে পারে। কারণ কোনো রাষ্ট্র অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্লথতা প্রদর্শন করতে পারে এবং ফলে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্র বা আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। এরূপ অবস্থায় সমাজে হিংসা ছড়াতে পারে এবং ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।